



65903 - নফাসরে পর 'কপারটা' স্থাপনের কারণে যে নারীর রক্তপাত হচ্ছে

প্রশ্ন

রমযানরে দশদনি পূর্বে নফাসরে রক্ত বন্ধ হয়। এরপর রমযানরে দুইদনি আগে 'কপারটা' স্থাপনের জন্য তনি মহলা চকিত্বিসকরে কাছে যান। তারপর থেকে আজকে পর্যন্ত রক্তপাত অব্যাহত আছে। এখন কি আমি রোযা রাখব ও নামায পড়ব? উল্লেখ্য, আমি এখন নামায-রোযা পালন করছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নারীর থেকে যে রক্তপাত হয় সটেরি মূল অবস্থা হলো হায়যেরে রক্ত হওয়া; যদি না সটেরি ১৫দনি অতিক্রম করে। ১৫ দনি অতিক্রম করলে অধিকাংশ ফকাহবিদদের নকিট তা ইস্তহিয়ার (রোগজনতি) রক্ত। আর কারো কারো মতে, যদি মাসরে বেশেরি ভাগ অংশ রক্ত অব্যাহত না থাকে তাহলে সটেরি হায়যে; আর যদি বেশেরি ভাগ অংশ অব্যাহত থাকে তাহলে সটেরি ইস্তহিয়া।

দুই:

হায়যেরে অভ্যাসগত দনি কখনও বাড়ে, কখনও কম; কখনও এগিয়ে আসে, আবার কখনও পছিয়ে যায়। এ অবস্থাগুলোতে যে রক্তপাত হবে সটেরি হায়যেরে রক্ত, এক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি ঘটান কোন প্রয়োজন নই— এটা আলমেদরে দুটো অভিমতেরে মধ্যে বেশিদ্ধতম মতেরে ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ আপনার হায়যেরে অভ্যাস সাত দনি; সটেরি দশদনি পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে। তখন হুকুম দয়া হবে যে, সবগুলো দনি হায়যে।

তনি:

'কপারটা' স্থাপনের ফলে অধিকাংশ অবস্থায় মাসকি বেশিখলা ঘটবে— দিনেরে সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, নির্ধারিত তারখিরে আগে হায়যে হওয়া কিংবা হায়যেরে রক্তেরে বেশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটবে।

চার:

আপনার প্রশ্ন থেকে আমরা যা বুঝতে পেরেছি সটেরি হলো 'কপারটা' স্থাপন করার পর রমযানরে দুইদনি আগে রক্তপাত শুরু



হয়ছে। এবং আজ পর্যন্ত (৭ ই রমযান পর্যন্ত) অব্যাহত আছে। কিন্তু ইতপূর্বে আপনার মাসিক কতদিন হত সেটো উল্লেখ করেননি। আপনার পূর্বে যত অভ্যাস ছিল সেই সময়মত কমি মাসিক হয়ছে; নাকি সে সময়মত হয়নি?

এই ভূমিকাগুলোর ভিত্তিতে: আপনার থেকে যে রক্তপাত হচ্ছে সেটাই হায়যেরে রক্ত হিসেবে হুকুম দেয়া হবে। তবে যদি ১৫ দিনের বেশি অব্যাহত থাকে; তখন আপনি মুস্তাহাযা (রোগী) হিসেবে গণ্য হবেন। [তবে কোন কোন আলমেরে মতে, মাসের অধিকাংশ সময় রক্তপাত অব্যাহত থাকা ছাড়া আপনি মুস্তাহাযা গণ্য হবেন না]

যদি সাব্যস্ত হয় যে, আপনি ইস্তহিয়াগ্রস্ত (রোগগ্রস্ত) তাহলে আপনার অবস্থা হবে তিনটির কোন একটি:

১। যদি আপনার হায়যেরে সুনির্দিষ্ট সময়সীমার কোন অভ্যাস থাকে; তাহলে আপনি আপনার সেই পূর্ব অভ্যাসের উপর নির্ভর করবেন এবং সম পরিমাণ দিনে হায়যে পালন করবেন। এরপর গোসল করে নামায পড়বেন। আপনার অভ্যাসগত দিনগুলোর অতিরিক্ত সময়েরে রক্তপাত ইস্তহিয়া।

২। আর যদি আপনার এমন কোন নিয়মতান্তরিক অভ্যাস না থাকে তাহলে রক্তগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়েরে শরণাপন্ন হতে হবে। হায়যেরে রক্ত হলো (প্রগাঢ়) কালো রঙেরে, ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত এবং সাধারণতঃ এর সাথে ব্যথা থাকে। আর ইস্তহিয়ার রক্ত হলো হালকা রঙেরে ও পাতলা।

৩। যদি পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর না হয়; তাহলে ছয়দিন বা সাতদিন হায়যে পালন করবেন। কেননা অধিকাংশ নারীদের এটাই হায়যেরে সময়কাল। এরপর গোসল করে নামায পড়বেন।

মুস্তাহাযা (ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী): রোযা রাখবেন, নামায পড়বেন এবং তার সাথে সহবাস করা যাবে। প্রত্যেকে ফরয নামাযেরে জন্ম ওয়াক্ত প্রবশে করার পর তাকে ওযু করতে হবে এবং এই ওযু দিয়ে তিনি যত ইচ্ছা নামায পড়তে পারবেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।